মাঝে মাঝে।

[সামাজিক প্রহসন]

বিজয়া, অর্ঘ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, প্রজাপতি, ব্রাহ্মণ-সমাজ, সুহৃৎ,
নাট্য মন্দির, বসুধা, মালঞ্চ, বীরভূমি, শিশু, অবসর,
মর্ম্মবাণী, হিতবাদী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি
বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের লেখক

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

"মিনার্ভা" (মনোমোহন) থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩২২ সাল।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by Purna Chandra Kundoo,
At the Ramkrishna Printing Works,
347-1 Upper Chitpur Road
Calcutta.

মূল্য চারি আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ভূমিকালিপি

পাত্র

যদুনাথ	...	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রঘুনাথ	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
দুকড়ি	...	ঐ প্রতিবেশী।
ভট্টাচার্য্য	...	ঐ পুরোহিত।
জগন্নাথ	...	ঐ প্রতিবেশী যুবক।
গোলক দুলাল হরিশ মধু	}	রঘুনাথের বন্ধুগণ।

চাটুয্যে, মুখুয্যে প্রভৃতি!

পাত্রী।

বিজলী	...	রঘুনাথের স্ত্রী!
বিধুমুখী	...	দুকড়ীর স্ত্রী।
আনন্দময়ী	...	ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

নাপিত বৌ, রঙ্গিনীগণ প্রভৃতি।



উৎসর্গ।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের অভিন্নহৃদয় বন্ধু

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয়ের

করকমলে

মদীয় নাট্য-জীবনের প্রথম রচনা—

এই অকিঞ্চিৎকর প্রহসনখানি

সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।



প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচয়।

যদুনাথ	...	শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
রঘুনাথ	...	" অহীন্দ্রনাথ দে
ভুকড়ী	...	" হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
ভট্টাচার্য্য	...	" নরেন্দ্রনাথ সিংহ
জগন্নাথ	...	" সত্যেন্দ্রনাথ দে
মুখার্জ্জী	...	" উপেন্দ্রনাথ বসাক
চ্যাটার্জ্জী	...	" জীতেন্দ্রনাথ দে
গোলোক	...	" নির্ম্মলচন্দ্র গাঙ্গুলী
দুলাল	...	" হরিদাস দত্ত
মধু	...	" ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিশ	...	" নুটবেহারী মিত্র
বিজলী	...	শ্রীমতী শশীমুখী দাসী
বিধুমুখী	...	শ্রীমতী প্রকাশমণি দাসী
আনন্দময়ী	...	" বিনোদিনী দাসী
নাপিত বৌ	...	" ফিরোজাবালা দাসী [নেনী]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার এই প্রহসন "মিনার্ভার" (বর্ত্তমান "মনোমোহন") নাট্য-পীঠে প্রবর্ত্তন নিবন্ধন, আমি উক্ত রঙ্গালয়ের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাণ্ডে ও অধ্যক্ষ-অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।—আর যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই প্রহসনে ভূমিকালিপি গ্রহণ করিয়া সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

দক্ষিণেশ্বর
১৮ই ভাদ্র, ১৩২২ সাল

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানে মানে।



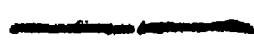
প্রস্তাবনা।



রঙ্গিণীগণ।

(গীত)

ভুল ক'রে কেউ গোল করোনা এইটী চাই।
ভোল ফেরানো পুরাণো সব নূতন কথা কিছুই নাই।
উঠ্‌তে বস্‌তে চ'লতে ফিরতে, নিত্যি দিনে রেতে
ঘটছে কত—তারি কিছু আছে লেখা এতে,—
মানে মানে দেখে সুখে, ফিরবে সবে হাসি মুখে—
এর বেশী আর নাইক আশা
(যেন) একটু হাসি দেখতে পাই॥



প্রথম দৃশ্য—পথ

—০—

(ভট্টাচার্য্য ও দুকড়ির প্রবেশ)

দুক।—ভট্‌চায্যি মশাই! প্রণাম হই।

ভট্টা।—উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও।

দুক।—প্রণাম হই ভট্‌চায্যি মশাই!

ভট্টা।—সর্ব্বনাশ হবে—নিপাত যাবে।

দুক।—ব্যাপার কি ঠাকুর মশাই? প্রণাম হই।

ভট্টা।—কল্যাণ হোক্—কল্যাণ হোক্। ব্যা—টা—আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা—ভিটেয় ঘুঘু চরবে না!

দুক।—হ'য়েছে কি? এমন চটে হন্তদন্ত হ'য়ে যাচ্ছেন কোথায়?

ভট্টা।—বংশে কলঙ্ক পড়বার যোগাড় হ'য়েছে আর কি হবে? ব্যাটাকে আজ পইতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে তবে জলগ্রহণ ক'রব।

দুক।—বংশে কলঙ্ক! আপনার বংশে! বলেন কি?

ভট্টা।—আরে এই যদুবাবুর ভাই রঘুনাথ ব্যাটা যেন একটা 'রাঘব বোয়াল'! বড় ভাই যেমন ভদ্র অমায়িক—হাসি তামাসা, নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ নিয়ে, দান ধ্যান্ ক'রে নাম কিন্‌ছেন, ছোট্‌টা তেমনি ঠিক্ তার উল্টো—অত্যন্ত ইতর। আমার বিধবা মেয়ের উপর দৃষ্টি! এ্যাঁ পাজী ব্যাটা, ছোটলোক ব্যাটা, কাল কিনা মাকে আমার চেঁচিয়ে ঠাট্টা ক'রে এসেছে। বাছা আমার কেঁদে 'কুরুক্ষেত্তর', বিষ খেয়ে মরতে চায়। আজই এর একটা হেস্ত নেস্ত ক'রব তবে ছাড়ান ছিড়েন।

হুক।—ওঃ বুঝেছি! তাই বুঝি রেগে যদুবাবুকে ব'লে দেবার জন্যে ছুটেছেন?

ভট্টা।—বলব না? একি কেউ রক্তমাংশের শরীরে বরদাস্ত ক'রতে পারে?

হুক।—ঠাণ্ডা হোন্। শুনুন বলি—যা মৎলব মনে মনে ঠাউরেছেন, সেটী মতলব তো নয়ই—বরং একটী মস্ত ভুল। আজ কাল কি আর সে কাল আছে ভট্‌চায্যি মশাই! এখন বামুন পইতে ছিঁড়ে শাপ দেবে কি—বল্‌লে হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সত্য বল্‌ছি—আমার চোখের সাম্‌নে কোনও মহাশয় লোক এক বামুনকে পইতে খুল্‌তে তর্ সইলো না, বেশ দু'ঘা যুৎ সই ক'রে লাগিয়ে দিলে দেখেছি। আপনি বড় বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছেন, তিনি হয় ত বাড়ী নেই, ছোট কর্ত্তা হয় ত ইয়ার বক্‌সি নিয়ে হৈ হাই করছেন, আপনি হয় ত রাগের ঝোঁকে ছোট বাবুকে কতকগুলো যাচ্ছে তাই ব'লে ফেলবেন, আর শেষে হয় ত একটা অঘটন ঘ'টে যাবে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমি হ'চ্ছি আপমার যজমান, আমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারেন?

ভট্টা।—রামচন্দ্র! যজমান! আজকাল গুঁতোটা কি রকম জানত? ছেলে পিলে ভাই বন্ধু, আত্মীয় অন্তরঙ্গ কাউকেই বিশ্বাস নেই—তার—যজমান! এমন ঢের যজ্‌মান আছেন—যাঁরা পুরোহিতকে ভিটস্থ ঘুঘুস্থ না ক'রে আরাম পান না।

হুক।—কি জানেন—একটা কথা আছে "তবু"। ঐ 'তবু' কথাটী বড় উপাদেয়। বিশ্বাস করবার যে যো নেই তা ঠিক্। কিন্তু তবুও বিশ্বাস ক'রতে হয়—নচেৎ সংসার চলা দুস্কর।

ভট্টা।—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ্ ক'রছ কেন বল দেখি হুকড়ি? শেষে রাগের মাথায় দু'কথা ব'লে ফেল্‌ব—সেইটে কি খুব ভাল হবে?

ঢুক।—দেখুন যজমান পুত্রের তুল্য—অর্থাৎ—

ভট্টা।—পাষণ্ড—অকাল কুষ্মাণ্ড—(প্রস্থানোদ্যত)

ঢুক।—(স্বগতঃ) তাই ত ঠাকুরটীকে ফেরাতেই হবে। আচ্ছা একবার শেষ চেষ্টা ক'রেই দেখি। (প্রকাশ্যে) ভট্‌চায্যি মশাই যাবেন না—আর একটা কথা বলি শুনুন। তার পর আপনার যা ভাল বোধ হয় ক'রবেন।

ভট্টা।—(ফিরিয়া) কেন বাপু গোদের উপর বিস্ফোটক হচ্ছ ?

ঢুক।—দেখুন দিদিমণির চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক ; তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। যদুবাবু আপনার যজমান, তিনিও যে না জানেন তা নয়—কেমন এ কথা ঠিক্ কিনা ?

ভট্টা।—অবশ্য, অবশ্য। এ কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। মা আমার সাক্ষাৎ দেবী—সেই মায়ের কিনা অপমান ? একি আমি কখন সহ্য ক'রতে পারি ? উঃ ! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বাবা ঢুকড়ি, সেই মায়ের উপর কুদৃষ্টিতে দেখ্‌তে হতভাগার সাহস হ'ল ? পাজী ব্যাটা অন্ধ হ'য়ে গেল না। সেই মায়ের চোখে জল প'ড়ল—তবু এখনও বর্ব্বরের সর্ব্বনাশ হ'ল না ? ঘোর কলি ! ঘোর কলি !

ঢুক।—কিন্তু সেই দেবীর কথা নিয়ে যখন আপনি যদুবাবুর কাছে এমন একটা অশ্রাব্য জঘন্য কথা উত্থাপন ক'রবেন, অমনি হবে কি জানেন ? সেখানে আর যারা থাকবে, তারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওই ক'রবে, আমার দিদিমণির নির্ম্মল চরিত্রেও সন্দিগ্ধ হবে। যদি বুঝতুম যে তারা শুধু ছোট বাবুর দোষ দিয়েই ক্ষান্ত হবে, তাহ'লে আমার বলবার কোন কথাই ছিল না। কিন্তু ভট্‌চায্যি মশাই—আমি ঠিক্ বল্‌ছি তারা দিদিমণিকেও লোকের কাছে নানাভাবে দুশ্চরিত্রারূপে দাঁড় করাবার জন্য ঢাক বাজাতে আরম্ভ

ক'রবে—বল্‌বে—এক হাতে কি আর তালি বাজে? একটা টি টি পড়ে যাবে। তার ফল হবে এই যে এখন দিদিমণি আত্মঘাতিনী হবেন ব'লেছেন—তখন আর বল্‌বেন না—যা করবার তাই ক'রবেন।

ভট্টা।—(চিন্তা) ঠিক ব'লেছ, কথাটা শোনবার মত বটে। কিন্তু বাবা, তাহ'লে কি উপায় করা যায়?

ছক।—কেন ঠাকুর মশাই, সে কথাত আগেই আপনাকে বলেছি। আপনার ছেলেই না হয় এখানে নেই—আমরা ত আছি। ভার আমার উপর দিন। যা উপায় ক'রতে হয় তা আমিই ক'রব। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে যান। রঘুনাথের কত বড় আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে দেখব।

ভট্টা।—(ছকড়ির হাত ধরিয়া) বাবা ছকড়ি! আমাদের জাত কুল রক্ষা কর—এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। কি বংশের সন্তান আমি জানত? ত্রিলোচন তর্ক বাচস্পতির পৌত্র, ভারতের লোক যাঁর নাম জান্‌ত, সেই রামময় তর্কবাগীশের পুত্র, আমিও একজন নগণ্য তর্করত্ন, ছেলেটীও তর্কতীর্থ উপাধি পেয়েছে—এখনও অধ্যয়ন ক'রছে। পূর্ব্বকালে আমাদের টোলে পঞ্চাশ খানা পাতা পড়ত, দীয়তাং ভুজ্যতাং হ'ত, হায়! হায়। সেই ঘর যাতে নষ্ট না হয়—যাতে সেই পণ্ডিত বংশের মানসংভ্রম বজায় থাকে, দোহাই বাপ আমার—তার উপায় কর।

ছক।—কেন উতলা হ'চ্চেন? আমি যখন ভার নিলুম, তখন ভাবনা কিসের? আমরা বেঁচে থাক্‌তে কার সাধ্য যে আপনাকে অপমান ক'রে পার পায়!

ভট্টা।—আচ্ছা বাবা, তোমার জয় জয়কার হোক্‌। তোমার উপরেই ভার দিলুম। আমি ফিরে চল্‌লুম।

ডুকড়ি।—চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই। আমি যে রকমটী শিখিয়ে দেব তা যদি করেন ত চিরদিনের মত রঘুনাথ জব্দ হ'য়ে যাবে।

ভট্টা।—আচ্ছা বাবা তাই ক'রব। (ক্রন্দনস্বরে) ওরে তোরাই আমাদের মা বাপ্‌রে—তোরাই আমাদের মা বাপ্‌। তোরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে বল্‌?

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ডুকড়ির বাটী।

বিধুমুখী ও নাপিত বৌ।

বিধু।—বলি হ্যাঁলা নাপিত বৌ! অমনি অমনি যে বড় চ'লে যাচ্ছিস্‌? কথাটা একেবারে ভুলে গেছিস্‌ বুঝি?

না-বৌ। কি কথা গা দিদি বাবু?

বিধু।—বড় মানুষের বৌ—গরীবের কথা মনে থাক্‌বে কেন বল?

না-বৌ।—না বাপু তুমি অত ঠাট্টা ক'রনা। আমি তাহ'লে এখ্‌খুনি রাগ ক'রে চ'লে যাব। আর একদিন এসে এই ঠাট্টার শোধ তুল্‌ব। এমন নখ্‌ কেটে দেব যে সব নখে একটা ক'রে 'কুনী' থাক্‌বে—তখন মজাটী টের পাবে। বলনা দিদি বাবু—কি ভুলে গেছি।

বিধু।—ওমা! বলিস্‌ কি? তুই এমন ভুলো। সেদিন না আমাকে

গান শোনাবি, নাচ দেখাবি ব'লেছিলি? এরই মধ্যে সব ভুলে গিয়েছিস্?

না-বৌ।—এই কথা—এরই জন্যে এত গৌর চন্দ্রিমে। তা বৌ-দি, আজ বেলা গেছে, আর একদিন এসে শুনিয়ে যাব।

বিধু।—আর একদিন বৈকি। নে, এইখানে চুবড়ী রাখ্, একটা গান গা, তবে ছুটী।

না-বৌ।—অনেক কাজ র'য়েছে।

বিধু।—নে, বকিস্ নি, গা।

না-বৌ।—না শুনে ছাড়বে না?

বিধু।—না!।

না-বৌ। (গীত)

বাস্‌তে হবে না আর ভাল,
ওগো খুব হ'য়েছে, ঢের হ'য়েছে।
কৈ মাছের বেহদ্দ ব'লে তাইতে পোড়া প্রাণ র'য়েছে।
(তোমার) উল্টো সোজা যায় না বোঝা,
(তুমি) ছোবল দিয়ে সাজো রোজা,
(তুমি) ছল চাতুরীর শিরোমণি—
আমি বোকা ব'লেই সব স'য়েছে।

না-বৌ।—কেমন শুন্‌লে তো? হাস্‌ছ যে?

বিধু।—হাসির কথা বল্‌লি, হাসব না।

না-বৌ।—গান ত হ'ল, এখন মেঠাই দাও, মিষ্টি নিয়ে বাড়ী যাই।

বিধু।—তুই পাজী, হতচ্ছাড়ী, পোড়ারমুখী। তোর আলতার রং ফিঁকে, তোর আলতা পরানোয় কেউ ভোলে না। কেমন মিষ্টি পেলিত?

না-বৌ।—এই বুঝি মিষ্টি!

বিধু।—তা বুঝি জানিস্ না? আমাদের কর্ত্তা বলেন যে পরনিন্দা রসগোল্লার চেয়েও মিষ্টি। তা ভাই লক্ষ্মী দিদি আর একটী—

না-বৌ।—দেখ দিদি বাবু—অমন করতো সোঁতমাসের খোরাক যোগাতে হবে। পাঁচজনের বাড়ী কামাতে হবে জানত! দেরী হ'লে লোকে রাগ ক'রবে—বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, আজকের মত যেতে দাও।

বিধু।—তোর যে গলা, তোকে কি যেতে দিতে ইচ্ছে করে! এঁদের যদি তেমন আয় থাকত, তাহ'লে তোকে, সোঁতমাস কি বলছিস্—সম্বচ্ছরের খোরাক দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাছে বসিয়ে রেখে খালি তোর গান শুনতুম। তোর মিন্‌সেকে বল্‌তে পারিস্ না—ক্ষুরের বদলে তোর গলা দিয়ে বাবুদের কামাতে! গলাখানিত নয়, যেন ক্ষুরখানি।

না-বৌ।—না—তুমি ভারি দুষ্টু।

বিধু।—ভারি নয় একটু—তুই গা।

না-বৌ।—

গীত।

মিন্‌সে আমার বেরাল চোখো
ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছুঁচো মুখো—
তবু আমি তারে ওগো প্রাণের চেয়ে ভালবাসি!
জিলিপীর প্যাঁচের মত,
মনটা তার অবিরত,
তবু তার মুখের হাসি—দেখ্‌লে আমি সুখে ভাসি।

কথায় দেয় স্বর্গে তুলে,
(ও তার) কথা শুনে থাকি ভুলে,
সে যে আমার সর্ব্বস্বধন আমি তার চরণের দাসী।
মাঝে মাঝে দেয় ঠ্যাঙ্গানি,
দেখায় কত চোখ রাঙ্গানি,
(যেই) মিষ্টি কথায় তুষ্ট্ করে, অমনি আমি মুচ্‌কে হাসি।

বিধু।—(নাপিত বোকে চুবড়ি দিয়া) শীগ্‌গির যা, শীগ্‌গির যা, কর্ত্তা আস্‌ছেন।

না-বৌ।—ওমা! কি ঘেন্না!

[প্রস্থান]

(ঢুকড়ির প্রবেশ)

ঢুক।—বাহবা, বাহবা! দিব্যি গলাখানি তৈরি ক'রেছ ত? এবার কোথাও বাগান টাগান হ'লে তোমাকেই 'মজ্‌রো' ক'রতে নিয়ে যাব। তোফা দু' দশ টাকা উপরি রোজগার হবে।

বিধু।—কথার ছিরি দেখ। আমি বুঝি গাইছিলুম? ভ্যালা মানুষ যা হোক্। হ্যাঁ, তবে একটা দোষ করেছি বটে,—আমি নাপিত বৌকে গাইতে বলেছি—সে গেয়েছে। তাইতে যদি দোষ হ'য়ে থাকে—তবে এই গলায় কাপড়, এই জোড়হাত, আর এই "মশাই ঘাট্ হ'য়েছে, দয়া ক'রে মাপ করুন।"

ঢুক।—কি আপদেই পড়েছি। বল্লুম এক শুন্‌লে আর। বলি— আমি ত বাহবা দিয়েছি—দোষ ক'রেছ বল্লুম কখন?

বিধু।—বল্লে না?

ঢুক।—বলেছি?

বিধু।—বলনি ?

দুক।—যদি না বুঝে সুঝে চটেই যাও—তবে আর কি ক'রব বল। তবে (সুরে) বেশ ক'রেছি বলেছি।

বিধু।—দেখ, আমি মাথামুড় খুঁড়ব ব'লছি।

দুক।—দেখ, আমি ঠিক ঐ কথাটিই ভাবছিলুম। লক্ষ্মীটী আমার খোঁড় একবার—এ অধম দাসানুদাসের ঐটী দেখবার বড়ই অভিলাষ হ'য়েছে।

বিধু।—দেখ, আমি গালে মুখে চড়াব।

দুক।—আহা চড়াও প্রেয়সী! তবু ও দুটী শুক্‌নো গাল একটু ফুলে উঠুক্‌, চড়ের চোটে গালে একটু গোলাপী আভা ফুটুক। (সুরে) আমি দেখে নয়ন সফল করি।

বিধু।—দেখ, আমি এখুনি বাপের বাড়ী চ'লে যাব ব'লছি। তখন মজা টেরটী পাবে।

দুক।—সেটী উভয়তঃই, বুঝলে প্রিয়তমে! আমি না হয় দিন দুই হাত পুড়িয়ে ভাতে ভাত রেঁধে খাব, তোমাকেও কিন্তু দুদিন বাদে এই চাঁদমুখের অদর্শনে বিরহ যাতনায়, গুড়্ গুড়্ ক'রে ল্যাজ্ গুটিয়ে এই হুজুরের কাছে হাজির হ'তেই হবে। তা মেঘ যখন উঠেছে, তখন হ'য়ে যাক্‌ এক পশ্‌লা। ঝিকে গাড়ী ডাক্‌তে পাঠাবো নাকি ?

বিধু।—গাড়ী কেন ? আমি হেঁটেই যাব।

দুক।—খুড়ী খুড়ী, তাইত যাবে।

বিধু।—কেনই বা যাবনা ?

দুক।—আমিও তাই অনুমোদন করছি গো।

বিধু।—আজ বাদে কাল বাগান বাড়ীতে গাইতে যাব—আর হেঁটে বাপের বাড়ী যেতেই বুঝি যত দোষ ?

ডুক।—দোষ নয়—তবে কি জান—হেঁটে গেলে শ্রীচরণে ব্যথা লাগবে—এই যা ভয়—তা এস তবে দুর্গা—দুর্গা।

বিধু।—ঐ ভাবনাতেই গেলে। পরের পায়ের ব্যথার ভাবনায় নিজের মাথা ব্যথা পর্য্যন্ত তোমরা ভুলে যাও। যাই বল, আর যাই কও, তোমাদের মত নামে পুরুষ কাজে মেয়েমানুষের অধমদের চেয়ে আমরা ঢের ভাল।

ডুক।—একথা বুঝলে প্রাণাধিকে!—আমি ছেড়ে আমার চোদ্দপুরুষ স্বীকার ক'রবে।

বিধু। ওঃ, আবার ঠাট্টা হচ্ছে। মেয়েমানুষকে অবলা বলে ব'লে তাদের গায়ে জোর নেই মনে কর বুঝি?

ডুক। আমি! এই কথা মনে ক'রব আমি! তুমি বল কি প্রেয়সী? স্বপ্নেও না—স্বপ্নেও না। অন্যের যিনি যাই হোন্—তুমি যে আমার মোমের পুতুলটী কিম্বা অবলা নও, তা আমি—এই শোন না—

গীত।

(আহা প্রিয়ে) কে বলে অবলা বালা তোমারে?
বচনে ক্ষুরের ধার, ওজনে হাতীর ভার,
ভোজনেতে নির্ব্বিকার, খেতে পার আমারে।
তুলে পাঁচ সের মাছ কোট যবে বঁটীতে,
অথবা বসনখানি ক'সে এঁটে কটীতে,
প্রবেশ রন্ধনশালে, হাতা হাতে পান গালে,
সাজ দেখে ভাবি মনে কেহ নারে আঁটিতে;
শুষ্ক নহে একবিন্দু, গহনার আশা সিন্ধু,
এবারে বায়না দেব দেখো ডেকে কামারে।

জোরের প্রচুর সাক্ষী কর্ণ দুটী প্রায় ছিন্ন,
পৃষ্ঠে মম সুচিত্রিত তব সম্মার্জ্জনী চিহ্ন,
র'য়েছে সুন্দর আঁকা এড়ো সোজা আঁকা বাঁকা
হাতের কি চেটো মরি যেন পোড়া ঝামা রে।
বসন বাসন রণে নিত্য মানে পরাজয়,
কথায় কথায় মোরে দিতে চাও যমালয়,
যাই বল করি তাই, কিছুতে না মন পাই,
কাঁদুনীতে দুটী চোখে জাহ্নবী যমুনা বয় ;
যদিও বা ছুঁচো তুমি, তব চামচিকে আমি
তবু কিনা বলহীনা মোর মনোরমা রে !

নেপথ্যে)—দুকড়ি দা বাড়ী আছ ?

দুক।—কে হে জগন্নাথ নাকি ?

(নেপথ্যে)।—হুঁ—

দুক।—ভেতরে এস হে—

বিধু।—বাঁচলুম খানিকক্ষণ বক্ বকম্ কর।

দুক।—আচ্ছা খানিকক্ষণের জন্য ঝগড়া মুলতুবী রইল। ঠাকুর মশায়ের বিপদের কথা মনে আছে ত? একটু বাদে দুজনে পরামর্শ করা যাবে। এখন ওঘরে যাও।

বিধু।—কেন রইলুমই বা—জগন্নাথ আসছে—অপর লোক ত নয় !

দুক।—কি জান—এমন কথা হয়ত থাকতে পারে, যা তুমি থাকলে ও বলতেই পারবে না।

বিধু।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

দুক।—কই হে জগন্নাথ ?

(নেপথ্যে)।—এই যে যাই।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ।—একলা যে, বউদি কোথা ?

দুক।—আর ভায়া! সে দুঃখের কথা আর ক'য়োনা। তিনি আজ সকালে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঝিকে নিয়ে বাপের বাড়ী চম্পট দিয়েছেন।

জগ।—সত্যি নাকি !

দুক।—হ্যাঁ হে, আমি কি মিছে কথা কয়বার লোক ? বিয়ে করার মজাত টের পেলে না—দেখেই শেখ। আর খুড়ো আমার—তোমায় বিক্রী করবার যে দর হেঁকে ব'সে আছেন, তাতে যে তোমার বিয়ে হবে তাও ত বোধ হয় না। বাবার হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদাকাটা ক'রতে পার না ? সমাজ যে যায় যায়। তোমরা উপযুক্ত ছেলে—তোমরা যদি একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে না বল তাহ'লে যে আর উপায় নেই। তা এখন হঠাৎ কি মনে ক'রে এসেছ বল ?

জগ।—সে বড় বিপদের কথা দাদা। আমায় ত বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয় দেখছি।

দুক।—কেন হে ?

জগ।—আর কেন! তুমিত বাবাকে সুবিধে দরে বাড়ীখানা কিনিয়ে দিলে—কিন্তু দাদা, আমার ও বাড়ীতে বাস কোন মতেই পোষাবে না।

দুক।—কি রকম ?

জগ।—আর কিরকম! ভয়ে দাদা ভয়ে।

দুক।—সে কি হে ? বাড়ীতে ভূত টূত আছে নাকি ?

জগ।—বাড়ীতে ভূত নেই কিন্তু দাদা বাড়ীর সামনে পেত্নী আছে।

হুক।—বল কি হে? চোখে দেখেছ না কাণে শুনে আঁৎকে উঠেছ? ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বল।

জগ।—রঘুবাবুর স্ত্রী আমায় টেঁকৃতে দিলে না।

হুক।—বটে—ভারি মজাত! তারপর—তারপর—কেউ এখানে নেই, ভাল ক'রে চেঁচিয়ে বল না।

জগ।—ছাদে ওঠ্‌বার যো নেই, বারাণ্ডায় বেরোবার যো নেই, জানালা খোলবার যো নেই—যেন আমাকে পেত্নীতে পেয়েছে! খালি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার ওপর তাঁর শুভদৃষ্টিই বল আর কুভদৃষ্টিই বল—যা হোক্ একটা হ'য়েইছে।

হুক।—বরাত দাদা বরাত। বাবার জ্বালায় ত আর বিয়ে হবে না—এখন স্বয়ম্বর হও। এমন সোণার চাঁদের মত ছেলে, আকাশ থেকে যদি একখানা চাঁদ হাতেই এসে পড়ে, তা লুফেই নাও না। আর উপরোক্ত কোন্ না দু একশো ভরি সোণা,—বি, এ পাশ ক'রে বিয়েতে এর বেশীই বা কি রোজগার ক'রবে বল? বাবা টেঁকে আছেন, ছ হাজার না হয় পাঁচ হাজারেই রফা হোক্—তা সে একরকম পুষিয়ে যাবে। পড়াশোনা বন্ধ ক'রে, খাসা মনের আহ্লাদে থাকৃবে। আর এই দেখনা প'ড়ে প'ড়ে চোখের মাথা এম্‌নি খেয়েছ যে চশমা না হ'লে একদণ্ড চলে না। এর পর হয়ত বাপ মাকে চিন্‌তেই পার্‌বে না—কাজ কি হাঙ্গামে এ দাঁও ছেড়োনা।

জগ।—তামাসা নয় দাদা! যা হয় একটা উপায় কর। না হ'লে কি শেষে চাবুক খেয়ে প্রাণ খোয়াব?

হুক।—নাও কথা—তোমার দোষ কি যে তুমি চাবুক খেতে যাবে! তুমি অন্য কিছুও ত খেতে পার।

জগ।—তুমি বুঝছনা দাদা। চাবুক আমাকে খেতেই হবে। ব্যাপার একটুও সুবিধের নয়।

তুক।—তাই ত! তাহ'লে ভাবতে হ'ল।

জগ।—ভাব দাদা।

তুক।—কতদিন থেকে এ কাণ্ডটা ঘট্‌ছে?

জগ।—এই দু' তিন দিন কি চার পাঁচ দিনও হ'তে পারে।

তুক।—হুঁ—আচ্ছা, আমি যা ব'লব তাই শুনবে?

জগ।—খুব খুব—আলবৎ শুনব।

তুক।—আজ থেকে ছাদে ওঠা বা বারান্দায় বেরোনো, বা জানলার কাছে যাওয়া একদম বন্দ ক'রে দাও। দিনের বেলা দু'একদিন বাড়ী থেকে না বেরোলে চলেনা কি?

জগ।—কেন চলবে না।

তুক।—বাবা, যে চেহারা। আমি পুরুষ মানুষ, আমারই চেয়ে থাকৃতে ইচ্ছে হচ্ছে। দোষ যা ঐ খাঁদা নাকের। তা বিয়ে হ'লে ও দোষও থাকবে না—টানের চোটে সিধে হ'য়ে যাবে। তবে এখন যাও। কা'ল সকালে যা যা করতে হবে সব ব'লে দিয়ে আসব।

জগ।—আচ্ছা, তবে চল্‌লুম। [প্রস্থান]

তুক।—যাক্ আজ দেখছি আমার পোয়া বারো! সকালে পড়েছে বারো, এখন প'ড়ল পোয়া! বিধুমুখী এদিকে এস।

(বিধুমুখীর প্রবেশ)

তুক।—শুন্‌ছ—এবার ছুটিটা কাটবে মন্দ নয়! (সুরে) তুম্ তা না না না দেরেনা দেরেনা।

বিধু। আর তানানা ক'রতে হবে না। কথাবার্ত্তা শুনে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। কি ঘেন্নার কথা!

তুক। চুপ্ কর চুপ্ কর। কারো কাছে যেন কিছু ব'লে ফেলো না,

তাহ'লে কোন কাজ ক'রতে পারবো না। এত কষ্ট ক'রে এত মাথা ঘামিয়ে যা মৎলব ভাঁজছি, তা হাওয়ায় রাখা কর্পূরের মত ফুস্ মন্তরে উপে যাবে। এখন যে রকম গতিক—তাতে তোমাকেও আমার সঙ্গে দস্তুর মত খাটতে হবে।

বিধু। কপালখানা! আমি মেয়েমানুষ গেরস্ত ঘরের বৌ, আমি এ কেলেঙ্কারীর কি ক'রব।

ভুক।—আরে সত্যি সত্যি তোমাকে কি আর থিয়েটারে সাজ্‌তে ব'ল্‌ছি না। সত্যিই মজ্‌রো করবার জন্য বাগানে নিয়ে যাচ্ছি! তোমাকে দিয়ে যতটুকু কাজ বাগাবার তা বাগিয়ে নেব। তবে আমাদের কিছু টাকা খরচ হবে। তা হোক্—কাজটা নেহাৎ অসৎ নয়। কিছু টাকা খরচ ক'রেও যদি এর একটা কিনারা ক'রতে পারি, ত মনে খুব আনন্দ পাব। ব্যাপারটা এখনও শোধরাবার ভেতর আছে। এই সময় মানে মানে মান বাঁচাতেই হবে।

বিধু। তা বেশ, পার ত ভালই হয়।

ভুক।—সত্যি ব'ল্‌ছি বিধুমুখী—আজ আমার ভারি স্ফুর্ত্তি হ'য়েছে। মস্ত একটা মজা এসে আমার মগজের ভেতর দড়ী ছেড়া গরুর মত হুট্‌পাট্‌ হুট্‌পাট্‌ ক'রছে। এখন কিছু খেতে দেবে চল। পেটের ভেতরটা ঠাণ্ডা না হ'লে—গরুটাকে থামাতে পারছি না।

বিধু। তা দিচ্ছি—তুমি কিন্তু আজ রাত্রেই গাড়ী করে ভট্টচায্যি মশাইকে আর আনন্দময়ীকে এখানে নিয়ে এস।

ভুক।—আরে সে কথা কি ভুলে গেছি। এখন চল।

বিধু।—এস।

ভুক। আর দেখ, ঐ নাপিত বৌকেও বোধ হয় দরকার হবে।

বিধু। দরকার হয়ত পাবে—সেজন্য হুজুরকে ভাবতে হবে না।

ঢুক।—যে আজ্ঞে।

বিধু।—যেমন নিকামায়ে দর্জী—কাজটীও ঠিক্ তেমনি জুটেছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

যদুবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ।

যদুবাবু পায়চারী করিতেছেন এবং
চাটুয্যে ও মুখুয্যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন।

যদু।—মধুপুর থেকে এসে অবধি আমার শরীরটা বদ্‌লেছে বদ্‌লেছে মনে হ'চ্ছে।

চাটু।—হেঁ হেঁ বড়বাবু মঙ্গলবারের বারবেলা—বল্‌তে নেই কিন্তু, গিয়েছিলেন যা—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এসেছেন ঠিক তার ডবলটী হ'য়ে। বিশ্বাস না হয় বরং কাল সকালে দাঁড়ী পাল্লায় একবার ওজন হ'য়ে দেখুন।

যদু।—ঐটী চাটুয্যে খোসামুদে কথা। ডবল নয়—তবে হ্যাঁ—কিছু মোটা হ'য়েছি ব'লে মনে হচ্ছে।

চাটু।—(সপ্রতিভভাবে) সত্যি সত্যি কি আর ডবল হ'য়েছেন, না, তিনদিন মধুপুর বেড়িয়ে কেউ ডবল হ'তে পারে? সত্যি কথা বল্‌তে গেলে—একটু যৎসামান্য মোটা হয়েছেন। আপনি যখন বল্লেন তখন ও স্পষ্ট বলাই ভাল, আমার কাছে বড় বাবু ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই; বিশেষ আপনার কাছে মিছে কথা বল্‌তে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়।

যদু।—হাজার হোক্ স্থান মাহাত্ম্য যাবে কোথায়? তাহলে গায়ে একটু মাংস লেগেছে?

মুখু। আজ্ঞে তা আবার লাগেনি! আমি স্বচক্ষে দেখছি—আপনার পায়ে প্রায় আড়াই সের পাঁচ পো মাংস গজিয়েছে।

যদু। (স্তম্ভিতভাবে) পায়ে আড়াই সের মাংস!

চাটু।—মাংস! (স্বগতঃ) এইবার মুখুয্যে জাঁতি কলে পড়েছে।

মুখু।—(স্বগতঃ) কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌লুম রে বাবা—কিছু পাবার প্রত্যাশায় এত মেহনৎ করলুম, এখন সব দুঃখ যে হরিপালে যায়!

যদু। অ্যাঁ—তুমি বল কিহে? কৈ কোন্ পায়ে?

চাটু।—কোন্ পায়ে? (নিরীক্ষণ)

যদু।—পায়ে আড়াই সের মাংস! তা হ'লে গোদ হ'য়েছে বল?

চাটু।—আজ্ঞে, তা আর বল্‌তে- ওর ওপর আর পোয়া পাঁচেক গজালেই ব্যস্—একেবারে গলগণ্ড।

মুখু।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে অ্যাঁ তা—তা—তা—হ্যাঁ—ভু—ভু—ভুল ক'রে ফেলেছি বড়বাবু। এই দেখুন বড়বাবু কান্ মল্‌ছি। ফটকরে একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছি। গায়ে বলতে তাড়াতাড়িতে এই পোড়ার মুখ দিয়ে—পায়ে বেরিয়ে প'ড়েছে।

যদু।—তাই বল!

মুখু।—(স্বগতঃ) মাঝে মানে কথাটা খুব পাল্‌টে নিয়েছি বাবা!

যদু। তোমরা এমন আবোল তাবোল বকো—যে শুনে লোকের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হ'য়ে যায়। (চাটুয্যে ও মুখুযোর লজ্জিত ভাব প্রকাশ) যাক্ এখন চাটুয্যের ছেলের অন্নপ্রাশন কবে বল?

চাটু।—আজ্ঞে ঐ কথাটাই বল্‌ব বল্‌ব মনে করছিলুম, এমন সময় আপনি মনের কথা টেনে—

(ঢুকড়ির প্রবেশ)

ঢুকড়ি।—(প্রণাম করণ)

যদু।—আরে কেও বোস্‌জা যে ! এস এস প্রাতর্জয়স্তু।

চাটু ও মুখু।—প্রাতর্জয়স্তু।

যদু।—অনেকদিন তোমায় দেখিনি ভায়া। তোমার গান না শুনে প্রাণটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'চ্ছিল।

চাটু।—(জনান্তিকে) মুখুয্যে ! বরাতটা বোঝ। যদিও বা কথাটা পাড়লুম কিন্তু শেষ হ'তে না হ'তেই উপগ্রহ জুটে গেল। পাঁচ ব্যাটা রবাহুতের জন্যে আমাদের দিন চলা দায় হ'য়ে দাঁড়াল।

মুখু।—(জনান্তিকে) তাইত, ভাবছি হে।

ঢুকড়ি।—এখন কেমন আছেন বলুন ?

যদু।—ভাল নয় ভায়া। ঝাঁ ক'রে মধুপুরটা ঘুরে এলুম—তাইতে শরীরটা যেন আরও ঝান্ খেয়ে গেছে। পাঁচরকম ব্যায়রামেই আমাকে সার্‌লে। এখন তোমাদের পাঁচজনকে রেখে যেতে পারলেই বাঁচি।

ঢুক।—কি বলেন !

যদু।—আর কি বলেন ! ছত্রিশখানা ব্যায়রাম নিয়ে যেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। আর কি সেদিন আছে ভায়া ? তখন তখন পাথর পাথরই হজম, লোহার কড়াই—তাই কড়্‌মড় ক'রে চিবিয়েছি, দুশো ডন ফেলেছি, তিন শো বৈঠক ক'রেছি ; একাদিক্রমে আধঘণ্টা মুগুর ভেজেছি ; আধমুনে ডম্বল জোড়াটা এই এমনি ক'রে তুলে এই এমনি ক'রে—

(ডম্বল ভাঁজা দেখাইবার জন্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যেমন হাত ছড়াইলেন অমনি দুইদিকে চাটুয্যে ও মুখুয্যের নাকে দুইটি ঘুসী পড়িল।)

চাটু ও মুখু।—ওরে বাপরে বাপরে গেছি গেছি (নাকে হাত দিয়া উপবেশন)।

যদু।—তাইত হে—আহা-হা অসাবধানে দুজনের নাকে লেগে গিয়েছে। বেশী লাগেনি ত?

উভয়ে।—আঁজ্ঞে না তেঁমন লাঁগেনি। উঁ হুঁ হুঁ—

যদু।—হাঁহে দুকড়ি, তোমাদের পাড়ায় নাকি ভারি চোরের উপদ্রব হ'য়েছে?

দুক।—বড্ড মনে ক'রে দিয়েছেন বড় বাবু! আমাদের পাড়ায় নয়—এই এঁদের পাড়ায়। আসবার সময় চাটুয্যে মশায়ের কি মুখুয্যে মশায়ের বাড়ী ঠিক্ স্মরণ হ'চ্ছে না—কিন্তু চুরী যে হ'য়েছে তা নিশ্চিত। কেন না মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। রাস্তায় লোকে লোক্যরণ্য—

চাটু।—বল কি হে দুকড়ি—আমার বাড়ী নাকি?

মুখু।—হ্যাঁ হে দুকড়ি বাবু—আমার বাড়ী নাকি?

দুক।—আর কথা কইবেন না, শীগ্‌গির বাড়ী গিয়ে তদ্বির করুন।

চাটু।—এঁ্যা চোর! ওরে ব্যাটা—বড় বাবু চল্‌লুম—ব্যাটাকে দেখে নেব। (এঁ্যা—এঁ্যা করিতে করিতে একপাটি চটী হাতে ও এক পাটী পায়ে দিয়ে বেগে প্রস্থান)

মুখু।—ওরে ব্যাটা চোর—সর্ব্বনাশ করবার আর জায়গা পাওনি। উঃ—দাঁড়া তোকে আজ মজা দেখাচ্ছি। (দুইখানি জুতা পকেটে গুঁজিয়া বেগে প্রস্থান)

যদু।—তাইত, দুকড়ি এযে মহা সমস্যার কথা হ'য়ে দাঁড়াল। সন্ধ্যে বেলা, চারদিকে লোকজন জেগে র'য়েছে—তার ভেতর চুরী!

দুক।—আজ্ঞে চুরী টুরি মিছে কথা। আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা আছে তাই ছলে ক'রে ওদের সরিয়ে দিলুম।

যদু।—বটে বটে (হাস্য) আমি বরাবর জানি—দুকড়ি ভায়া আমার খাসা আমুদে লোক। তুমি আসনা ব'লে সেই জন্যেই ত তোমার ওপর আমার রাগ হয়। জগাই মাধাই দুটীকে আচ্ছা জব্দ ক'রেছ ত! (উচ্চহাস্য)। হ্যাঁ—তারপর গোপনীয় কথাটা কিহে ভায়া?

দুক।—আপনি যদি রাগ না করেন—তা হ'লে বলি।

যদু।—এই দেখ। আমি কি তোমাদের কাছে আজ নূতন হলুম নাকি? বলি হ্যাঁ হে ভায়া! রাগ্‌তে কি কখন আমায় দেখেছ?

দুক।—আজ্ঞে তা দেখিনি বটে—কিন্তু আজ বোধ হয় দেখ্‌তে হবে। কারণ কথাটা বড় খারাপ।

যদু।—নারায়ণ, নারায়ণ! তুমি ভাল হ'য়ে এই মোড়াটার ওপর ব'সে ব'সে বল দেখি—আমিও ব'সে ব'সে শুনি। তবে খারাপ মানে অশ্লীল নয়ত?

দুক।—তা নয়—তবে যে খুব ভাল রকম শ্লীল তাও নয়। (উভয়ের উপবেশন)।

যদু।—তাইত হে, তুমি যে আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুল্‌লে। তা শ্লীলই হোক্‌ আর অশ্লীলই হোক তুমি ব'লে ফেল। জানই ত আমি একটু বায়ুগ্রস্ত লোক। এখনি ভাব্‌তে ভাব্‌তে পেট ফুলে জয়ঢাক হ'য়ে উঠ্‌বে, সারারাত ছট্‌ফট্‌ ক'রব, ঘুম হবেনা, তারপর সকালে এসে আমাকে যদি দেখ ত যদুনাথ ব'ল চিন্‌তেই পারবে না।

দুক।—কথাটা হ'চ্ছে কি—যে ধরুন আমি—কি ধরুন আর কোন লোক—

যদু।—আচ্ছা ধরলুম।

দুক।—(স্বগতঃ) যা থাক্‌ কপালে ব'লে ফেলি।

যদু।—তাইত হে ভায়া! চুপ করলে যে? কতক্ষণ ধ'রে থাকব।

ঢুক।—তঃ সে লোক যদি কোনও গৃহস্থের বৌ ঝির ওপর কু-নজর দেয় আর যদি তাকে শাসন করা আপনার এক্তারের ভেতর হয় তাহ'লে—

যদু।—(উঠিয়া) ব্যস্ আর বল্তে হবে না—বাকিটা হচ্ছে 'তা হ'লে কি করি?' আচ্ছা—কি করি তোমায় দেখাচ্ছি। (একপাটী চটী পা হইতে খুলিয়া) ত হ'লে তাকে থামে না বেঁধে পটাপট্ এই চটী লাগাই। এ বড় সরেশ দাওয়াই ঢুকড়ি! এতে ভূতের বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ হয়, তার কু-নজর! বাপ বাপ বলে কু-নজর পালাতে পথ পাবে না।

ঢুক।—মনে করুন সে যদি আপনার খুব প্রিয়পাত্র হয়?

যদু।—(রাগিয়া) এ সমস্ত বিষয়ে আমি প্রিয়পাত্র ক্রিয়পাত্র বাছি না। তবে শোন ঢুকড়ি! আমি রাগিনা ত রাগিনা, কিন্তু যদি রেগে যাই, তবে এমন বদ্‌রাগী তুমি আর একটী খুঁজে বার ক'রতে পারবে না। বিশেষ মানসম্ভ্রমে ঘা পড়লে, আমার মেজাজ বুনো শুয়ারের মত হ'য়ে যায়।

ঢুকড়ি।—তাহলে চল্লুম বড়বাবু!

ঢুক।—তা হ'লে চল্লুম কি? সমস্ত ভেঙ্গে না বল্লে আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দেব না।

ঢুক।—আজ্ঞে আমি বড় কঠিন দিব্যি গেলেছি। যদি আপনাকে রাগতে দেখি, তাহ'লে কিছুতেই কোন কথা বলব না—এ আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। আপনি কিছু মনে করবেন না—আমাকে যেতে দিন।

যদু।—এঃ আমি মনে করতুম তোমার কিছু গাম্ভীর্য্য আছে—কিন্তু এখন দেখছি তা নয়, তুমি অতি হাল্‌কা লোক্। আরে ছ্যা ছ্যা

তামাসা বুঝতে পার না? তুমি সত্যি সত্যিই মনে ক'রলে বুঝি যে আমি রেগে গিয়েছি। (হাস্য)

দুক।—তাইত, বড় বাবু আপনি যে আমায় মহা সমস্যায় ফেল্‌লেন—এ যে বড় বিপদের কথা হ'য়ে পড়ল।

যদু।—বিপদের কথা ছেড়ে দাও দুকড়ি! বিপদ মানুষের পদে পদে, ঘটেনা এই আশ্চর্য্য। বল ভায়া—লোকটা কে ব'লে ফেল।

দুক।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) মনে করুন এই ছোট বাবুই যদি সেই লোক হ'ন—তা—তা—

যদু।—ও মনে করা টরা শুন্‌তে চাই না। আমাকে আর ভাবিও না—সত্য কথা বল দুকড়ি।

দুক।—আজ্ঞে সত্যিই বল্‌ছি সে লোক ছোট বাবু।

যদু।—(বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পরে) সত্য বল্‌ছ?

দুক।—আজ্ঞে হাঁ।

যদু।—(সক্রোধে) রখো! বল কি দুকড়ি? হতভাগার এত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে! আজ তার হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই ক'রে রক্তগঙ্গা হয়ে ম'রব। নরাধম—বংশের কুলাঙ্গার—এই ভজন সিং!

(নেপথ্যে)।—হুজুর—

দুক।—(যদুনাথের পা ধরিয়া) বড় বাবু, দোহাই আপনার। মাথা ঠাণ্ডা করুন।

যদু।—মাথা ঠাণ্ডা! মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে। তুমি বল কি? রাস্‌কেলকে (Rascal) আজ গো বেড়েন ক'রে তবে ছাড়্‌ব।

দুক।—দেখুন, যা হ'য়ে যায়—তা আর ফেরে না। আপনি একটু স্থির হোন, একটু চিন্তা ক'রে কাজ করুন। আমি একটা মতলব ঠিক ক'রে তবে আপনার কাছে এসেছি—সেটা আগে শুনুন।

হঠাৎ রাগ ক'রে একটা কাজ ক'রে ফেলা কি আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের উচিত ? সে বরং আমরা ক'রতে পারি। বিশেষ আপনি একবার চাণক্য পণ্ডিতের কথাটা মনে ক'রে দেখুন।

যদু।--ঠিক্ বলেছ। একবার ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। সাম্‌লাতে হল। তাইত! দুকড়ি, আমার যে কান্না পাচ্ছে। রঘো যখন এক বছরের—তখন বাবা আর সৎমা দুজনেই মারা গেলেন। আমরা কি রকম ক'রে যে তাকে মানুষ ক'রেছি, তা আমরাই জানি। সে যে আমার বৈমাত্র ভাই এ কথা তাকে বুঝ্‌তেই দিইনি। নিজের মত যত্ন ক'রেছি, সহোদর ভায়ের চেয়ে ভালবেসেছি, ছেলে নেই, সুতরাং সমস্ত আদর তার ওপর ঢেলে দিয়েছি, সেই রঘো শিব না হ'য়ে কিনা বানর হ'ল!

(দরোয়ানের প্রবেশ।)

দরো।—হুজুর।

যদু।—কুছ পরোয়া নেই—তোম্ যাও। (দরোয়ানের প্রস্থান)

যদু।—রাগ্‌টা কিন্তু বড্ড সাম্‌লে নিয়েছি।

দুক।—খুব ভাল কাজ ক'রেছেন। রাগ চণ্ডাল।

যদু।—বিশেষ তোমার ঐ এক কথাতেই—ঐ চাণক্য পণ্ডিতের কথাতেই সাম্‌লে গিয়েছি। পঞ্চ বর্ষাণি লালয়েৎ, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ, ষোড়শে বদাচরেৎ তারপর চাণক্য মহাশয় যদি জ্যোতিষ জান্‌তেন, আর আজকাল বাজার যে রকম দাঁড়াবে সেটা বুঝতে পারতেন, তাহ'লে লিখ্‌তেন—তদূর্দ্ধে খোসামুদি করেৎ, নচেৎ তস্য শ্রীহস্তে অপমানং ভবেৎ অথবা উত্তমং মধ্যমং লভেৎ। তা হ'লে কি উপায় করা যায় ?

দুক।—আজ্ঞে সেই পরামর্শের জন্যেই ত এসেছি। আমি একটী অতি সুন্দর মতলব ভেজেছি।

যদু।—কি বল দেখি ?

দুক।—আজ্ঞে চুপি চুপি বল্‌তে হ'বে। বৈঠকখানার ভেতর চলুন। কি জানি যদি কেউ শুন্‌তে পায়, তাহ'লে সব ফেঁসে যাবে।

যদু।—তবে এস। (উভয়ের গৃহ মধ্যে প্রবেশ।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রঘুনাথের কক্ষ।

(বিজলী আসীনা—নাপিত বৌএর প্রবেশ।)

বিজ।—কিলো নাপিত বৌ—আজ যে বড় অসময়ে আমাদের বাড়ী এলি ?

না বৌ।—একটা কাজে এসেছি ছোট মা। একজন মানুষ অনেক ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে কাকুতি মিনুতি ক'রতে নাগল—তা না এসে কি করি বল।

বিজ।—বটে ? তা তুই অমন চন্‌মন্ ক'রে চারিদিকে চাইছিস্ কেন ? ভয় পেয়েছিস্ নাকি ?

না-বৌ।—না তা নয়, তবে কিনা—তবে কিনা—এই—

বিজ।—আবার চুপ ক'রলি যে ?

না-বৌ।—(চারিদিক দেখিয়া) এই এই (আঁচল হইতে চিঠি বাহির করিয়া) এই নাও ছোট মা।

বিজ।—চিঠি কিসের লো? কে দিয়েছে লো?

না-বৌ।—সে আমি বল্‌তে পারব না ছোট মা! তা আমাকে মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল। তুমি চিঠিখানা প'ড়ে দেখ। সে নোকের নাকি ভারি বিপদ। তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে কিছু টাকা আন্‌তে ব'লেছে। বড্ড হাতে পায়ে ধ'রে ব'লেছে ছোটমা।

বিজ।—আচ্ছা সবুর কর। আগে চিঠিতে কি লিখেছে প'ড়ে দেখি। তার পর যা করবার ক'রব। (স্বগতঃ) তাইত, এযে জগন্নাথ বাবুর চিঠি! (পত্র পাঠান্তে মৃদু হাস্য)

না-বৌ।—হাসছ যে ছোটমা?

বিজ।—হাসির কথাই লিখেছে যে লো। তামাসা ক'রেছে বুঝলি? অন্য কিছু নয়। তুই একটু বোস্—তোকে একটা জিনিস্ দোব। (একখানি নোট আনিয়া) এই নে দশ টাকার নোট দিলুম—সন্দেশ খাবি—বুঝলি? কিন্তু আমার মাথা খাস, চিঠির কথা যেন আর কারো কাছে ব'লে ফিলিস নি।

না-বৌ।—আমাকে কি তুমি তেমনি কাঁচা মেয়ে পেয়েছ ছোট মা?

বিজ।—তবে তুই এখন যা। তাকে বলিস যে আমার ছোট ভায়ের বড় অসুখ। আমি পরশু বাপের বাড়ী যাব। আমি পরশু বাপের বাড়ী যাব, বেশ বুঝিয়ে বল্‌বি—বুঝেছিস? কিন্তু খবরদার আর কারো কাছে কিছু ভাঙ্গিস নি।

না-বৌ।—তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি যাকে বল্‌বার ঠিক তাকেই ব'লব। ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না।

বিজ।—আচ্ছা তবে যা। [নাপিত বৌয়ের প্রস্থান]

(স্বগতঃ) নাপিত বৌকে দিয়ে ত ইসারায় এক রকম ব'লে দিলুম। নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। মাগীটা কাকেও কিছু ব'লে দেবে নাত? না—তা দেবে না। আর যদিই বলে—তাতেই বা কি? চিঠিখানা

পুড়িয়ে ফেললেই ল্যাঠা মিটে যাবে। কিসের চিঠী—তাই যদি কেউ না জানতে পারে, তবে ভয়ই বা কিসের আর ভাবনাই বা কিসের! আর একবার পড়ে দেখি। (পত্রপাঠ)

"সুন্দরি! শেষে কি আমি পাগল হইয়া যাইব—তাহাই দেখিতে তোমার ইচ্ছা হ'য়েছে? জানিনা তোমার মন পাষাণে গড়া কিনা? আমার অবস্থা প্রকাশ করা দুস্কর। জাগরণে তুমি, নিদ্রায় তুমি, শয়নে তুমি, স্বপ্নে তুমি। বই খুলিয়া পড়িতে বসি—প্রতি অক্ষরে তোমাকেই দেখিতে পাই। আমি কোন মতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। এক একটী দিন এক একটী বৎসরের মত কাটিতেছে। যদি তুমি সত্য সত্যই আমায় ভাল বাসিয়া থাক—তবে পরশু বাপের বাড়ী যাবার ভান করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবে। আমি গাড়ী লইয়া দরজায় মেয়েমানুষ সাজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব। আসিবে কি? যদি না আস, তাহা হইলে বুঝিব যে তুমি আমায় বিন্দুমাত্রও ভালবাস না। আর জানিবে যে তাহা হইলে আমি ঠিক্ মরিয়া যাইব। ইতি—

"তোমারি!"

বিজ।—চিঠিখানা আগে পুড়িয়ে ফেলি। তারপর কি ক'রব না ক'রব ভেবে ঠিক করা যাবে। (চিঠি জ্বালাইয়া ফেলিল) কিন্তু মনে কেমন ভয় হ'চ্চে; নাঃ—ও কিছু নয়। ভয় কিসের? কিন্তু হাত পা যেন কাঁপছে। ভাব্‌বারও বেশী সময় নেই। মনটা কিন্তু ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে—বুক্‌টা দুড়্ দুড়্ ক'রছে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

রঘুনাথের বৈঠকখানা।

মধু, হরিশ, দুলাল ও গোলক।

গোল।—তাইত হে তাস্ জোড়াটা গেল কোথায়? Fornothing এইরকম এড়িয়ে গড়িয়ে time নষ্ট ক'রতে Really আমি বড্ড pain feel করি।

দুলা।—তোফা গড়াচ্ছি বাবা। কেন দেক্‌দারি কর? আমরা হ'চ্ছি পিপু ফিস্থুর দল।

গোল।—দেখ্ দুলো বেশী চালাকি ক'রবি ত মার খেয়ে মরবি। আমাদের partyর ভেতর most idle হ'চ্ছিস্ তুই। তুই ঠিক্ twentieth centuryর কুম্ভকর্ণ—তাইবা কেন? worse than him, তার চেয়েও এককাটি সরেশ। সে তবু সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে থাকৃত, তোর না আছে ঘুম—না আছে কিছু, only চোখ বুজে প'ড়ে থাকতে পারলেই ভারি আরাম। দুঘা লাথি খেলেও উঠ্‌তে ইচ্ছে করেনা! ঈশ্বর বিদ্যেসাগর বেঁচে থাকলে তোকে দেখে—পদার্থ চার প্রকার লিখ্‌ত। Poor fellow মরে গেছে না তুই বেঁচেছিস।

দুলা।—কেন বাবা মিছে ফ্যাচাং ক'রছ। আমি পদার্থের ভেতর নয়, অপদার্থ। তা হ'লে খুসী ত?

মধু।—কেন ওটার সঙ্গে মিছে বকে ম'রছ গুলু মিয়া?

হরিশ।—কেরে মধো নাকি রে? একটা মিষ্টি দেখে ভৈরবী টৈরবী গোছ গান গা না ভাই।

মধু।—শুয়ে শুয়ে ল্যাজ্ নাড়্‌তে হবে না। গান শুন্‌বি ত উঠে বোস্। বাঁয়া তবলা নে—সঙ্গত কর।

হরিশ।—হেঁইও মারে জোয়ান এই উঠেছি। চালাও ভাই এইবার।

গোল।—এই দুলো উঠে বোস্।

দুলা।—নাঃ পাঁচ ব্যাটা দুষমনে মিলে, একটু শুয়ে যে আরাম ক'রব, তাও ক'রতে দেবে না। বেশ ঘুমের আমেজ আসছিল।

গোল।—Don't you feel shame! এই মোটে সন্ধ্যে, এর মধ্যে ঘুম কি my dear? তোর হাড়ে ঠিক্ grass—যাকে বাংলায় হর্ব্বো বলে তাই গজাবে।

দুলা।—ছোট কথা কেন চাঁদ! (উঠিয়া) হর্ব্বো বহুদিন গজিয়েছে, এখন বড় দেখে অশ্বত্থ গাছ টাছ গজায় ত হাত পা ছড়িয়ে হাওয়ায় শুয়ে থাকি।

গোল।—Go on modho!

গীত।

(বড়) মুখরোচক পরনিন্দা জিনিসটী।
রসগোল্লা কোথায় লাগে, বোম্বাই আম বা কি মিষ্টি!
দুটো কাজের কথা কও—শুন্‌বে না তা কেউ,
কর পরের নিন্দে—
দেখ্‌বে সেথা উঠবে লোকের ঢেউ;
শুন্‌লে সদ্যঃ স্বর্গপ্রাপ্তি; ক'রেছে যে এর সৃষ্টি
বলিহারী তারে, হই তার খুরে খুরে ভূমিষ্ঠি।

দুলা।—বারে ক্যাব্‌লা বেড়ে গেয়েছিস,—তুইও ঢ্যাব্‌লা বেড়ে বাজিয়েছিস্ (উভয়ের মাথায় চপেটাঘাত) এই প্যালা নে।

মধু।—আচ্ছা ছোট কর্ত্তার ব্যাপার কি বল দেখি? আজ কাল দেখ্‌ছি রোজ পাঁচটার সময় বেরোয় আর আট্‌টা না বাজলে বাড়ী ফেরেনা। এর ভেতরে কিছু আছে। পেছু নিতে হ'ল—

(রঘুনাথের প্রবেশ)

হুলা।—এই যে ছোট কর্ত্তা নাম করতে না করতেই হাজির! অনেক দিন বাঁচবে বাবা।

রঘু।—(মাথায় হাত দিয়া) উ হু হু উ হু হু।

গোল।—কি হ'য়েছে মাষ্টার?

রঘু।—উ হু হু বড় মাথা ধরেছে।

গোল।—Headache বল—তা—

রঘু।—ওরে বাবা গেলুম রে—তোমরা ভাই আজ সব বাড়ী যাও। ওহো হো হো হো। ম'রে গেলুম—গেলুম—গেলুম। দেখ গোল মাল করলে এ মাথা আমার কিছুতেই ছাড়বে না। ওরে বাবারে।

হরিশ।—একটু ল্যাভেণ্ডার—

গোল।—না না না একটু অডিকলোন ন্যাকড়া ভিজিয়ে—

মধু।—না হয় একটু গোলাপজল—

হুলা।—কি না হয় একটু—

রঘু।—উহুহু—সে যা হয় আমি করছি তোমরা যাও, উহুহু—

হুলো।—তাইত ছোটকর্ত্তা, তোমার এমন অসুখ দেখে আমাদের চলে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? অন্ততঃ না হয় চা খাওয়াটা পর্য্যন্ত থাকা যাক্‌---তারপর যাওয়া যাবে।

রঘু।—ওহো হো হো, মাফ্‌ কর ভাই, আমাকে একলা থাক্‌তে দাও। উহুহু আমি আর কথা কইতে পারছি না। খ'সে গেল---মাথা খ'সে গেল! ওরে বাবা গেলুম রে---

গোপাল। বল্‌ছিলুম কি---

রঘু। কাল ব'লো ভাই। উ-হু-হু-হু, যদি বেঁচে থাকি কাল শুন্‌ব ওহো হো হো---পিন্‌ বিঁধছে---ওফ্‌ ওফ্‌।

মধু।—তবে এস হে।

রঘু।—যাও ভাই কিছু মনে ক'রনা। ও হো হো হো—ওরে বাবা—গেলুম যেরে—ওঃ হোঃ হোঃ—

(রঘুনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(গিয়াছে কিনা দেখিয়া ও দরজা বন্ধ করিয়া)

যাক্‌ বাঁচা গেছে—আর কি? কেল্লা মার দিয়া—হেঁ হেঁ হাজার হোক্‌ মেয়েমানুষ ত বটে! যাবে কোথা? আর আমার রংটা যা একটু ময়লাটে ময়লাটে—কিন্তু তাতে কি আসে যায়—চেহারা-খানা চটকদার আছে ত? ইয়া গোঁফ, এ্যায়সা টেরি, গা থেকে ভর্‌ ভর্‌ ক'রে এসেন্সের গন্ধ বেরোচ্ছে—তর্‌ তর্‌ ক'রে হাওয়ায় মিশে, চারদিক মাৎ ক'রে তুলেছে—এতে কি মেয়েমানুষ ঠিক্‌ থাক্‌তে পারে? কেয়াবাৎ চেনের বাহার, হাতে হাতির দাঁতের হাণ্ডেলওলা ছড়ী; গায়ে সোনার বোতাম আঁটা—ডবল ব্রেষ্ট সার্ট—এ সব লোভ সামলান কি অমনি মুখের কথা? যাবে কোথা? ক্যায়সা আড়চোখের চাউনি; মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুখ মোছা, সিগারেটে মৃদুমধুর টান্‌---মন ত ট'ল্‌তেই হবে। আজ যখন জান্‌লা গলিয়ে চিঠি ফেলে দিয়েছে—তখন বুঝ্‌ছি কাজও হাসিল হয়েছে। তাইত বলি—আশাটা কি মাঠেই মারা যাবে? এও কি কখন সম্ভব? হুঁ---চিঠিতে যখন (Scent) সেণ্ট মাখান রয়েছে, তখন খবর যে ভাল—তার আর ভুল নেই। ওরে রামা—

নেপথ্যে।—হুজুর।

রঘু।—এক ছিলিম তামাক সাজ্।

নেপথ্যে।—যো হুকুম।

রঘু।—কেউ যদি আমায় খোঁজে ত বলিস্—বাবু বাড়ী নেই।

নেপথ্যে।—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

রঘু।—আচ্ছা এইবার পড়া যাক্—কি লিখেছে। (পত্রপাঠ)

"প্রিয়তম!

যে দিন থেকে তোমাকে দেখিছি সেই দিন থেকে আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হ'য়ে গেছে"।

হাঃ হাঃ হবে না? বন্ধ হ'তেই হবে। আমারও যে ঐ দশা—তারপর—

"কি ক'রে যে তোমার সঙ্গে মিলন হবে এই ভেবে ভেবে আমি যেন শুকিয়ে যাচ্ছি। আহা তুমিও হয়ত আমার ভাবনায় কতই কাহিল হ'য়ে যাচ্ছ"।

হুঁ উঁ দরদ দেখেছ? আচ্ছা তারপর—

"আমার জন্যে ভেবেই বোধ করি তোমার রংটা আরও ময়লা হ'য়ে যাচ্ছে। কারণ ক'ল তোমাকে দেখে মনে হ'ল—যেন একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে।"

ঠিক লিখেছে। (আরসীতে মুখ দেখিয়া) হুঁ—ক'ল থেকে ভাল ক'রে সাবান মাখ্‌তে হ'বে। আচ্ছা ক'রে বালি দিয়ে ঝামা দিয়ে, নারকোল ছোবড়া দিয়ে গা ঘষ্‌তে হবে। আচ্ছা একবার ডাক্তারের কাছে গেলে হয় না? সাবান খেলে রং ফর্সা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাটা দরকার হ'য়েছে। যাক্ তারপর—

"আমি যে কি ক'রব তা বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি একটা উপায় ঠিক কর। হাজার হোক তুমি ব্যাটাছেলে"।

তাইত! এটা কেমন কেমন লাগল যে! ব্যাটাছেলে লিখ্‌লে

কেন? বোধ হয় ভুল হয়েছে। (চিন্তা) ওঃ ঠিক্ হ'য়েছে (হাস্য) হাজার হোক ভট্‌চাযের মেয়ে কিনা—ব্যাকরণে জ্ঞান কত! সেই যে কি একটা সন্ধির সূত্র আছে—ঠিক্ মনে আস্‌ছে না—তা নাই আসুক—কিন্তু আছে। যেমন 'ব্যব'—ছিল 'ছেদ'-ব্যবচ্ছেদ,

তেমনি 'ব্যাটা' ছিল 'ছেলে'—ব্যাটাচ্ছেলে। হাঁ হাঁ বাবা মনে পড়েছে—একে নিপাতের জন্য সিদ্ধ বলে। যাক্ তার পর—

"আর কতদিন এ যমযাতনা ভোগ করব? সকলই তোমার হাত। তুমি গরু—আমি ল্যাজ মাত্র।"

আহা! লেখাপড়া জানার অনেক গুণ। কি সুন্দর উপমাই দিয়েছে। যাক—শেষ ক'রে ফেলা যাক্—

"বাবা কাশী যাবেন। আমি তাঁর ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগে কাপড় চোপড় গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। যদি সত্যই আমাকে ভালবাস, তবে পরশু রাত ন'টার সময় অতি অবশ্য আমাদের বাড়ী আসিবেই আসিবে—নইলে আমি ঠিক মরিয়া যাইব।"

লেগে যা গুরো—ব্যস্ তৎপরে—

"দরোজায় আস্তে আস্তে ঘা দিলেই দরোজা খুলিয়া দিব। তুমি আসিলে দুজনে মিলে একটা মতলব ঠিক করা যাবে। এসো এসো এসো— তোমার মাথা খাই—ইতি—

"তোমারি"

যাক এতক্ষণে ভাবনা দূর হ'ল। কিন্তু পরশু রাত নটা—উঃ অনেক দেরী—প্রায় সাড়ে সাতচল্লিশ ঘণ্টা। এতটা সময় কাটবে কি ক'রে? ভাবলেই বা কি হবে? যা ক'রে হোক কাটাতেই—হবে। এদিকে বেশ মজাও হ'য়েছে। পরশু বিয়ের দিন আছে।

কোথাও বরযাত্র যেতে হবে বলে বেরিয়ে পড়লে কেউ সন্দেহও ক'রতে পারবে না।

নেপথ্যে।—হুজুর তামাকু লে আয়া।

রঘু।—সবুর কর, দরজা খুলে দিই।

[প্রস্থান]

—০—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভট্টাচার্য্যের বাটী।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আন।—সত্যিই তো ঢুকড়ীদাদা ঠিক বলেছে। আত্মঘাতিনী হওয়া মহাপাপ। একেত কত পাপ ক'রছিলুম তার ফলে ভগবান দেবতার মত স্বামীকে কেড়ে নিলেন। আত্মহত্যা ক'রে আবার পাপের ভরা বাড়াবো কেন? মা স্বর্গে গেছেন, দাদা বিদেশে থাকেন, স্বামীর ঘরে থাকলে বৃদ্ধ পিতার কি উপায় হবে সেইজন্য ঈশ্বর স্বামীকে তাঁর কাছে টেনে নিয়েছেন। ঢুকড়ি দাদা ঠিক বলেছে। বাবার সেবা করব, হরিনাম করব, মনে মনে স্বামী দেবতার চরণ ধ্যান করব এই আমার কাজ। কিসের শব্দ হচ্ছে না? হাঁ, গাড়ীর শব্দ। যাই, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর যাই।

[প্রস্থান]

(বিজলীকে লইয়া পুরুষবেশে বিধুমুখীর প্রবেশ)

বিধু।—একটু সাবধানে এস অজানা অচেনা জায়গা। অন্ধকারে যেন হোঁচট্ খেয়ে পড়ে মরোনা।

বিজ।—হাঁ ভাই বড় অন্ধকার। তুমি আলো জ্বাল।

বিধু।—ইস্—তোমার যে হাত কাঁপছে। ভয় পেয়েছ নাকি ?

বিজ।—না—ভয় কিসের ? তা এখানে কেউ এসে পড়'বে নাত ?

বিধু।—রাম বল। এখানে আবার কে ম'রতে আসবে ? এ একটা কতদিনকার পড়োবাড়ী। এ বাড়ীর সন্ধানই কেউ জানেনা। আর তা না হ'লে কি একজন বড় মানুষের বৌকে নিয়ে এখানে আসতে আমার সাহস হ'ত ?

বিজ।—তা ভাই তুমি আগে আলো জ্বাল।

বিধু।—এই যে জ্বালি। (আলো জ্বালিল)

বিজ।—ওমা! একি মুর্ত্তি। গাড়ীতে ব'সে ব'সে ত দিব্যিটী সেজেছ! সর্ব্বরক্ষে আর কি! তাই বুঝি গাড়ীতে অমন খুস্-খাস্ খুস্-খাস্ শব্দ হচ্ছিল ? মোচার মত গোঁফ, কাবলীদের মত দাড়ী, দরোয়ানদের মত মস্ত একটা পক্কড়—খুলে ফেল ভাই। এ পোড়া আলোর চেয়ে অন্ধকারে বেশ ছিলুম। তোমার চেহারা দেখে আমার ভয় পাচ্ছে।

বিধু।—ভয় কি ? ভদ্রলোকের মেয়ে গেরস্তর বৌ, একজন পর-পুরুষের সঙ্গে—একখানা চিঠির জোরে, রাত্তিরে একলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ। এত বড় যখন বুকের পাটা তখন ভয় ক'রলে চ'লবে কেন বিধুবদনী ?

বিজ।—না ভাই তুমি অমন লাঞ্ছনা দিয়ে কথা বলোনা। ওতে আমার মনে কষ্ট হবে। দুটো মিষ্টি কথা বল। আমার বুকের ভিতর কেমন গুর্ গুর্ ক'রছে।

বিধু।—প্রথমটা অমন হয় বুঝ্লে ? আজ প্রথম দিন কিনা, তাই বুকের ভেতর অমন ক'রছে। দুদিন বাদে ও গুরগুরানি আপনিই হ'য়ে যাবে। আচ্ছা আমি যদি এখন মিষ্টি কথা না ব'লে

খুব গালাগালি দি, খুব কড়া ক'রে দশ কথা শুনিয়ে দিই, খুব যাচ্ছেতাই অপমান করি—তাহলে তুমি কি কর ?

বিজ।—দেখ, তোমার হাতে ধ'রে ব'লছি অমন ক'রনা। তোমার কথা শুনে আমার মন কেমন ক'রছে—আমার কান্না পাচ্ছে।

বিধু।—আর যদি কঁ্যাক ক'রে গলাটা টিপে ধরি ? এখানে মা বাপ্ বল্‌তে কেউ নেই। চ্যাঁচালে কেউ শুন্‌তেও পাবে না। লোকে আবার বলে—এ বাড়ীতে একটা গলার দড়ে 'বেহ্মদত্যি আছে। সে অর্দ্ধেক রাত্তিরে বেরিয়ে এখানে যে থাকে তার ঘাড় মট্‌কে রক্ত খায়। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

বিজ।—ওগো তোমার পায়ে পড়ি—

বিধু।—ছিঃ ছিঃ পায়ের ধুলো দাও—আমরা দুষ্টু লোক বটে, কিন্তু বামুন কায়েত মানি। তোমরা বামুন—আমরা কায়েত, পায়ে পড়ি বল্‌লে জিব্ কেটে দেব।

বিজ।—না ভাই, দয়া ক'রে তুমি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দাও।

বিধু।—মাইরি আর কি ! বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে আসবার জন্যেই প্রায় এনেছি কি না ? কি জন্যে তোমায় এখানে এনেছি তা জান ?

বিজ।—'জনে মিলে পরামর্শ ক'রব ব'লে।

বিধু।—কি ভুল তোমার। এখনও তুমি সুখের আশা ক'রছ ? কেন এনেছি এই দেখ। (ছোরা বাহির করিয়া বিজলীর হাত ধরিয়া) এই ছোরা তোমার বুকে বসাব। দেখ্‌তে পাচ্ছ কেমন চক্ চক্ ক'রছে। এর এক ঘায়েই অক্কা চিত্তির হ'য়ে যাবে। এই ছোরা দিয়ে আমি তোমার মত অনেককে খুন ক'রেছি। অমন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছ কেন ? যা ক'রেছ তারত আর চারা নেই।

বিজ।—ওগো আমার ঘাট হ'য়েছে, আমায় রক্ষে কর।

বিধু।—এখন ঘাট হ'য়েছে ব'ল্‌লে কি আর চলে ? কি আশ্চর্য্য!

খউ মানুষ—স্বামী দেবতা—তাঁকে ছেড়ে আবার পর পুরুষে লোভ! তেমনি সাজা পাবে। এমন মজাটী ক'রেছি, যে তোমায় খুন ক'রে, গয়নাগুলি খুলে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাব, অথচ কেউ কিছু জান্‌তেই পারবে না।

বিজ।—ওগো তুমি আমার বাবা। আমায় বাঁচাও, ছেড়ে দাও, রেখে এস। এমন কাজ আর আমি কখন ক'রব না।

বিধু।—আমি বাবা হই আর না হই, যার দিকে নজর দিয়ে এইবিপদে প'ড়েছ তাকে বাবা ব'ল্‌তে হবে।

বিজ।—ওগো সে আমার বাবা। সোয়ামী ছাড়া সকলেই আমার বাবা। তুমি আমায় বাড়ী নিয়ে চল।

বিধু।—যদি এক কাজ ক'রতে পার, তবে তোমায় বাড়ী রেখে আস্‌তে পারি।

বিজ।—বল কি ক'র্‌তে হবে?

বিধু।—তোমার স্বামীটীও তোমার দশায় প'ড়েছেন। আমি যেমনটী কর্‌তে বল্‌ব তেমনি যদি ক'র্‌তে পার তবে তোমার মত তিনিও ঢিট্ হ'য়ে যান্। আর তোমার মান উল্‌টে আরও বেড়ে যায়।

বিজ।—কি ক'রব বল।

বিধু।—সত্যি ক'রছ?

বিজ।—আমি মা দুর্গার দিব্যি গেলে বল্‌ছি—তুমি আমায় যা ব'ল্‌বে আমি তাই ক'রবো।

বিধু।—র'সো—আগে তোমার ভয়টা ঘোচাই। (ছদ্মবেশ ত্যাগ) এখন চিন্‌তে পারছ?

বিজ।—ওমা, বোস্ দিদি যে! দিদি আমায় একটু জল দাও, একটু হাওয়া কর।

বিধু।—আন্নু দিদি এক গেলাস জল আর একখানা পাখা নিয়ে এস।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ ও জল পাখা রাখিয়া প্রস্থান)

বিধু।—(বাতাস্ করিয়া) কেমন, এইবার একটু ঠাণ্ডা হ'য়েছ ?

বিজ।—হাঁ দিদি !

বিধু।—এখানে গাড়ী হাঁকিয়ে কে আমাদের নিয়ে এসেছে জান ?

বিজ।—তোমার কর্ত্তা নাকি

বিধু।—গরীব মানুষ আমরা; কর্ত্তা ছাড়া আর দোস্‌রা লোক কোথায় পাব ভাই! তোমার ইহকাল পরকাল নষ্ট হ'য়ে যায় বুঝ্‌তে পেরে, আমরা দুজনে পরামর্শ ক'রে তোমাকে তোমাদের পুরুত মশায়ের বাড়ীতে নিয়ে এসেছি।

বিজ।—ছিঃ ছিঃ, তাহ'লে ত সকলেই জান্‌তে পেরেছে।

বিধু।—বেশী জানাজানি হবার সময় দিয়েছি কি! জানি—আমি, পুরুত মশায়ের মেয়ে আনন্দময়ী আর জানেন আমার তিনি।

বিজ।—দিদি আর আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। এ মুখ আর আমি কাকেও দেখাব না।

বিধু।—কেন দেখাবে না? মুখে ত কালী মাখ্‌বার ফুরসোৎ দিই নি।

বিজ।—আমার বিষ খেয়ে মর্‌তে ইচ্ছে ক'রছে।

বিধু।—এখন আর অমন অন্যায় ইচ্ছে হ'চ্ছে কেন বোন্? আমরা সবই শুধ্‌রে নিয়েছি। বেচালে চ'ল্‌লে হয়ত একদিন সত্যিই বিষ খেতে হ'ত! কিন্তু দেখো বোন্—আর কখন যেন এমন কাজ না হয়।

বিজ।—আবার! এই নাক কাণ ম'ল্‌ছি দিদি।

বিধু।—এখন সোয়ামীকে দোরস্ত কর। আনন্দময়ীর ওপর তাঁর নজর দোষ হ'য়েছে। তাঁকে বেশ মিঠে মিঠে ক'রে দু'কথা

শুনিয়ে দিয়ে হাতটী ধ'রে যুগলে মিলে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী যাও। আমরাও দায়ে খালাস হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ফিরি।

বিজ।—তিনি কি এখানে আস্‌বেন ?

বিধু।—আস্‌বেন কি এলেন ব'লে।

বিজ।—আমার যেন ভাই ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেছে।

বিধু।—সে কথা শুন্‌ব না। মন বেঁধে কাজ ক'র্‌তেই হবে।

বিজ।—পারব ত ?

বিধু। কেন পারবে না! নাম কাটা সেপাই হ'তে পারছিলে আর আসল কাজ পারবে না ? খুব পারবে। শোন বলি—তিনি এসে দরজায় ঘা দেবেন, তুমি কলা বৌয়ের মত এক হাত ঘোম্‌টা টেনে তাঁকে নিয়ে আসবে। আসবার সময় দরজা বন্ধ ক'রে এসো না যেন। বেশ আওয়াজ বদ্‌লে তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা কইবে, যে তিনি যেন মনে করেন যে তুমিই আনন্দময়ী।

বিজ।—বুঝেছি, তারপর তিনি আমায় খুব ভালবাসা জানাবেন—

বিধু।—আর তুমি গট্ হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে। তারপর খুব যাচ্ছেতাই কতকগুলো কথা শুনিয়ে, শেষে, আমি যেমন তোমায় জগন্নাথকে বাবা বলিয়ে ছেড়েছি, তুমিও তেমনি তাঁকে, আনন্দময়ীকে মা বলিয়ে তবে ছাড়বে। আমি ঘরের ভেতর চল্‌লুম। তুমি এই তালাটা দরোজায় লাগিয়ে দাও। তোমার ভাসুর অর্থাৎ আমার তিনিও আসবেন। তিনি এলে তুমি ঘরের ভেতর এসো—আনন্দময়ী বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইবে। ঐ নাও, তোমার গুণপুরুষ এসেছেন, ঠুক্ ঠুক্ ক'রে দোরে ঘা দিচ্ছেন। খুব সাবধানে মান বাঁচিয়ে কাজ ক'র। ঐ আবার ঠুক্ ঠুক্—যাও আর দেরী ক'রনা।

[উভয়ের প্রস্থান]

(রঘুনাথকে লইয়া বিজলীর পুনঃ প্রবেশ)

রঘু।—তুমি ভাই ঘোম্‌টা খুলে ফেল। ঘোম্‌টা দেওয়া থাক্‌লে কেমন যেন পর্ পর্ মনে হয়।

বিজ।—কি জান ভাই—আমার কেমন লজ্জা লজ্জা ক'রছে।

রঘু।—ও থাক্‌বে না। কথা কইতে কইতে ও লজ্জা ভুস্ ক'রে গঙ্গায় ডুবে যাবে। দেখ, ঠিক্ চিঠির মত কাজ ক'রেছি। (ঘড়ী খুলিয়া) ওঃ কাঁটায় কাঁটায় ন'টা সাত মিনিট। নাও, ঘোম্‌টা খোল।

বিজ।—খুল্‌ছি—দাঁড়াও না।

রঘু।—(স্বগতঃ) ছুঁড়িটা দেখ্‌তে দিব্যি। কিন্তু কথাগুলো বড় ক্যাঁকৃক্যাঁকে আর ন্যাকা ন্যাকা। (প্রকাশ্যে) দেখ, আজ অবিশ্যি এখানেই আমোদ আহ্লাদ করা যাক্ কিন্তু আমি মনে ক'রছি একটু দূরন্তরে তোমার জন্যে একখানা বাড়ী কিনে, সেইখানেই তোমাকে রেখে দেব। বুঝলে সোণামণি, কাক চিলেও যাতে জান্‌তে না পারে এমন বন্দোবস্ত ক'রব। তোমায় আমি রাজার হালে রাখব। তাহ'লে খুব খুসী হবে ত ?

বিজ।—তা ভাই তোমায় যখন মন প্রাণ দিয়েছি—তখন তুমি যা ক'রবে, আমি তাতেই খুসী হব। কিন্তু তোমার ত স্ত্রী আছে !

রঘু।—স্ত্রী—ওঃ ভারী ত স্ত্রী=তার মাথায় আমি জুতো মারি।

বিজ।—সে যদি জান্‌তে পারে ?

রঘু।—ওঃ ! তবেত গোকুলপুরী অন্ধকার হ'য়ে যাবে। তার মুখে মারি আমি পয়জার। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও।

বিজ। সে যদি গোল বাধায় ?

রঘু। হুঁঃ—গোল বাধালে তাকে চাবুক পেটা ক'রব না।

[নেপথ্যে ঢুকড়ি]—ভট্‌চায্যি মশাই বাড়ী আছেন ?

রঘু।—সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—ঢুকড়ে ব্যাটার গলা পাচ্ছি যে! দরোজাটা বন্ধ ক'রে এসেছ ত?

বিজ। কৈ, তা ত'—মনে হচ্ছে না। উঁহুঁ বোধ হয় খোলাই আছে। তুমিও দাওনি বুঝি?

[নেপথ্যে ঢুকড়ি]—ও ভট্‌চাযি্য মশাই।

রঘু। এখন উপায়? কোন্ দিক্ দিয়ে পালাই? এঁা—

বিজ। পালাবার ত পথ নেই। বাবা চারদিকে চাবি বন্ধ ক'রে গেছেন।

রঘু।—মাটী ক'রলে। চাল কলা খেগো বুদ্ধি আর কত ভাল হবে। ওখানা কি? কম্বল প'ড়ে আছে না? দাও, দাও—ঝাঁ ক'রে ঐখানা দিয়ে আমার আচ্ছা ক'রে চাপা দিয়ে দাও।

বিজ।—তাইত, যদি জান্‌তে পারে?

রঘু।—আবার কথা কইছে! জান্‌তে পারলে কি আর রক্ষে রাখবে? ও ব্যাটা ভয়ানক ঢুদ্ধর্ষি ধড়ীবাজ লোক, ওর হাতে অনেক গুণ্ডা বদমায়েস আছে; ব্যাটা তাহ'লে আমার হাড় একখানা মাস একখানা ক'রে ছাড়বে। ঐ জুতোর শব্দ হ'চ্ছে—এলো বলে চাপা দাও—চাপা দাও—যেন কোন মতেই জানতে না পারে। ওকে আমি ভারি ভয় করি। [বিজলীর কম্বল ঢাকা দিয়া প্রস্থান]

(ঢুকড়ির প্রবেশ)

ঢুক।—তাইত এঁরা গেলেন কোথায়? কোথা গো দিদিমণি?

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আন।—দাদা যে—কখন এলেন?

রঘু।—(স্বগতঃ) ঢুকড়ের সঙ্গে কথা কইলে যেন মধু বৃষ্টি ক'রলে—আর আমার সঙ্গে কথা কইছিল—যেন কাঠের চোক্‌লা ছুঁড়ে মারছিল।

হুক।—তোমার বাবা কোথা গো দিদিমণি! তাঁকে যে আমার বিশেষ দরকার।

আন।—তিনি যে কাশী গেছেন।

হুক।—কাশী গেছেন কি রকম? এই যে ঘণ্টাখানেক আগে, তাঁর মত কাকে রাস্তায় দেখলুম! তাইত, ভ্রম হ'ল নাকি? নাঃ, ঠিক্ দেখেছি।

রঘু।—(স্বগতঃ) আরে ম'ল—বুড়ো ব্যাটা দেখছি তবে আমার সঙ্গে চালাকী খেলেছে। হুক'ড়েটাও এর মধ্যে আছে বোধ হ'চ্ছে।

হুক।—চৌকীর ওপর ওটা কি রয়েছে দিদিমণি?

রঘু।—(স্বগতঃ) পাজী ব্যাটার সব দিকে চোখ্। ভূত সেজে ভয় দেখাব নাকি?

আন।—ও বিছানা তোলা র'য়েছে দাদা।

ঘুর— স্বগতঃ) ছুঁড়ি চালাক আছে দেখছি—খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে।

হুক।—হ্যাঁ দিদিমণি! এখানে এ বার্ণিশ করা জুতো পড়ে রয়েছে। কার গা?

রঘু।—(স্বগতঃ) এই সেরেছে। টুঁটি টিপে ধরে দেখছি।

আন।—আমার ভাটপাড়ার কাকা এসেছেন যে।

রঘু।—(স্বগতঃ) ব্যাটার যে জেরা—'কাকা' না ব'লে বাবা বলেনি এই ঢের।

হুক।—বটে বটে। কোথায় গেলেন তিনি? অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

রঘু।—(স্বগতঃ) হুক'ড়ে ব্যাটা দেখছি রসভঙ্গ না ক'রে আর ছাড়ছে না। লুকিয়ে প্রেম ক'রতে আসার মাথায় মারি ঝাড়ু। উঃ, গলদ ঘর্ম্ম হ'য়ে গেল। আর যদি কখন এমন কর্ম্ম করি ত আমি—শালা।

দুক।—কৈ গো দিদিমণি—কাকাকে একবার ডাকনা।

আন।—তিনি এইখানে কোথায় গেছেন।

দুক।—আচ্ছা তবে আমি একটু ঘুরে আসছি।

রঘু।—(স্বগতঃ) ওরে বাবা! আবার আসছি বলে যে। তবেই দেখছি সারলে। এখন কোন গতিকে মানে মানে পালাতে পারলে হয়।

দুক।—তিনি এলে ব'লো—আমি দেখা ক'রতে আসবো।

আন।—যে আজ্ঞে। [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

(বিজলীর প্রবেশ)

রঘু।—ব্যাটা গেছে ত?

বিজ।—হাঁ।

রঘু।—(কম্বল খুলিয়া) শুনছ সোণামণি! আজ চল্‌লুম। ব্যাপার বড় বেগোছ।

বিজ।—ব'স না ভয় কি?

রঘু।—বড় ভরসাও নেই। আমার যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। আর এক দিন এসে সব ঠিক ঠাক করা যাবে।

বিজ।—কেন? আর এক দিন কেন? আজই হোক না।

(ঘোম্‌টা খুলিল)

রঘু।—ওরে বাবা—এ কে রে?

বিজ।—আঁৎকে উঠলে যে? পেটের পিলে চম্‌কে উঠলো নাকি?

রঘু।—(স্বগতঃ) আজ দেখছি দফা রফা (প্রকাশ্যে) এতক্ষণ তবে—ত—ত—ত—বে—

বিজ।—হাঁ—ত—ত—ত—বে আর ভাল বাসতে ইচ্ছে ক'রছে না বুঝি?

রঘু।—আরে বাপরে—ইচ্ছে আবার ক'রছে না? তুমি হ'লে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—তোমায় ভালবাস্‌ব নাত বাসব কাকে?

বিজ।—কেন? এই যে মাথায় ধপাধপ জুতো মারছিলে—

রঘু।—ও কথা ভুলে যাও প্রাণেশ্বরী। মাপ চাইছি।

বিজ।—মুখে পটাপট পয়জার লাগাচ্ছিলে—

রঘু।—ডান হাতে ক'রে—কি বলে—বুঝলে প্রিয়ে—এই দেখ কান ম'লছি—আর এই গুণে এক হাত নাক খৎ দিচ্ছি।

বিজ।—পোড়া কপাল! গলায় দড়ী জোটেনা? লুকিয়ে বাড়ী কিনবে, আমায় চাবুক পেটা ক'রবে—

রঘু।—বিজলি! আর যদি কখন এমন কাজ করি, তাহ'লে তুমি আমাকে গুণে বিশ ঘা ঝাড়ু মেরো। এখন মানে মানে চলে যাই চল। বুঝতে পেরেছি—কাজটা জানাজানি হ'য়েছে।

বিজ।—সেকি! শুভকাজে এসেছ—অমনি অমনি যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? বোসো—একটু মিষ্টি মুখ কর—আনন্দময়ীকে মা ব'লে ডাক—তবে যেতে পাবে।

রঘু।—ওরে যে শিক্ষা হ'য়েছে তাতে আনন্দময়ী কেন—আজ থেকে তুমি ছাড়া স্ত্রীলোক মাত্রেই আমার মা।

বিজ।—কেমন?—আশা মিটেছে?

রঘু।—খুব খুব। কিন্তু ছোট বৌ আর দেরী করোনা। এখনি ডুকড়ে ব্যাটা এসে প'ড়বে—আর একটী ঘা লাঠি হাঁক্‌রে আমার মাথাটী চৌচির ক'রে দেবে।

বিজ।—সাহসী পুরুষ বটে। এত যার ভয়—সে কি সাহসে এমন কাজ ক'রতে এল?

রঘু।—আরে চোরের কি কখন সাহস থাকে? চল ভাই।

বিজ। ভয় নেই, গাড়ী মজুত আছে।

রঘু। তবে চলে এস বিজলী! আর অপ্রস্তুত ক'রোনা।

বিজ। এই যে যাই। মা আনন্দময়ী।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আন। এই যে মা—

রঘু। আনন্দময়ী—মা—আমার—আজ তুমি বৌ বেটা দুইই পেলে আর তা ছাড়া তোমার এই অজ্ঞান সন্তানের চোখ ফুট্‌ল—এও মা তোমার আনন্দের কথা। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন আমার মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত মনের এই জোর থাকে। তবে আসি—মা!

আন। এস বাবা। মনের সুখে ঘর সংসার কর। গরীবের উপকার কর।

বিজ। আমাকেও আজকের মত বিদায় দাও মা।

আন। এস মা।

[রঘুনাথ ও বিজলীর প্রস্থান]

(বিধুমুখীর প্রবেশ)

বিধু। কেমন দিদিমনি!

আন। দিদি! আর জন্মে তোমরা আমার কেউ ছিলে।

বিধু। আর জন্মে কে ছিলুম না ছিলুম জানিনা বোন্। তবে এ জন্মে তুমি আমার দিদিমণি। এখন আমাদেরও বিদায় দাও।

(দুকড়ির প্রবেশ)

দুক। তা কি হয়? আজ দিদিমণিও আমাদের সঙ্গে যাবে। কাল সকালে ভট্‌চায্যি মশায়ের সঙ্গে আবার বাড়ী ফিরে আসবে।

বিধু। সেই ভাল—এস দিদিমণি।

আন। চল।

[সকলের প্রস্থান

উপসংহার।

—*—

রঙ্গিনীগণ।

গীত।

মনের বিকার হয়না বল কার ?
দুনিয়ার এমনি মজা—সইতে হবে—
সইবে সবে যৌবনের এই অত্যাচার।
(ওযে) প্রথম চোটে, সামলে ওঠে,
আর কিছু ভয় রয় না তার ;—
যার মন থাকে কোন গগণ পানে
তার নয়নে
ঘনায় ঘন অন্ধকার।
মনের ওজন, কাহার কেমন ?
তাহার যাচাই, ক'রছে সদাই,
বুঝি কোন রঙ্গদার।

যবনিকা।